কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচিত চৈতন্যজীবনী গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে এই গ্রন্থের বিশিষ্টতা দেখাও।

ড. অচিন্ত্যকুমার গাঙ্গুলী

ডোমকল কলেজ, বাংলা বিভাগ।

বাংলা সাহিত্য চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হল 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' এর লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজ। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জীবনী ও বানী উপস্থাপিত করে বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের পরম সৌভাগ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজের মত এমন পণ্ডিত রসশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী মনীষায় উজ্জ্বল এক ব্যক্তি জন্মায়। যার তুলনা বাংলা সাহিত্যে সত্যিই বিরল। তিনি চৈতন্যের জীবন দর্শন, ভক্তিবাদ, দ্বৈতবাদী, দার্শনিক চিন্তা, গৌড়ীয় ভাষ্য বৈষ্ণব মতাদর্শকে সংহত করে বাঙালীর মণীষার পরিচয় স্থাপন করেন।

বিশিষ্ট সমালোচক ড. বিমান বিহারী মজুমদার এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন তত্ত্ববিচার করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে,

> "কৃষ্ণদাস কবিরাজের অলৌকিক ঘটনা বর্ণনার প্রতি ঝোঁক অত্যন্ত বেশি। যথা আদিলীলায় আম্রভক্ষণলীলা, মধ্যলীলায় বৌদ্ধ পণ্ডিতের মাথা কাটা যাওয়া ও পুনরুজ্জীবন, কাশী মিশ্র ও প্রতাপ রুদ্রকে চতুর্ভুজ মূর্তি বা ঐশ্বর্য্য দেখানো, অণ্ত্যলীলায় ভাবাবেশে শ্রী চৈতন্যের এক খানি হাত দেড় গজ দীর্ঘ হাওয়া, তিন দ্বারে কবাট লাগানো সত্ত্বেও প্রভুর বাহির হইয়া যাওয়া প্রভৃতি"।

অলংকারশাস্ত্রে বহুগুনের অধিকারী কৃষ্ণদাস এই গ্রন্থ রচনাকালে বিশ্বনাথের সাহিত্য দর্পণের প্রমান উদ্ধার ও উল্লেখ করেছেন। এছাড়া 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' 'রঘুবংশ' 'উত্তররামচরিত', নৈশদের কিরাতার্জুন থেকে শ্লোক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া কবি যে শ্রীভাগবতগীতা, ব্রহ্মসংহিতা ইত্যাদি অসংখ্য সংস্কৃত গ্রন্থে অভিজ্ঞ ছিলেন তার পরিচয়ও গোপন থাকে না। এই কাজে সংস্কৃত ও প্রাকৃত শ্লোক উদ্ধার করেন। একহাজার এগারো বার। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত স্বতন্ত্র শ্লোক সংখ্যা ৭৬৩ টি কবি স্বয়ং ১০১ টি শ্লোক রচনা করেন। ৬৬২ টি শ্লোক বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। এর থেকে

বোঝা সম্ভব ভাব পাণ্ডিত্যের গভীরতা কি গভীর ও ব্যাপক। ড. বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর চৈতন্য-চরিত উপাদান গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে বলেন -

> "প্রেম যে পুরুষার্থে শিরোমণি, নরলীলাই যে শ্রেষ্ঠলীলা, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছায় যে কাম নয় প্রেম; আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছাই যে কাম, রাগানুগা অহৈতুকী ভক্তিই যে সাধক জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য, জ্ঞানের চেয়ে প্রেমই ঢের বড়ো কেবলা রতি যে ঐশ্বর্য্য হীন, ভক্তি পূজার মতো মুক্তি স্পৃহাও যে বর্জনীয় তা একাব্যে বিম্বিত হয়েছে"।

এ রকম বহু জটিল ও দূর্জেয় তত্ত্বকে তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় রূপদান করেছেন। চৈতন্যদেবের মতে ঈশ্বর নিরাকার ও নির্বিশেষ। ব্রহ্মের তিন ধরণের শক্তি বর্তমান পরা, অপরা ও মায়া। ঈশ্বরের স্বরূপ তিনটি সৎ, চিৎ, অর্থাৎ ঈশ্বরের নিত্য অস্তিত্ব চিৎ অর্থাৎ জ্ঞানময়তা, আনন্দ, অর্থাৎ ঈশ্বর সতত আনন্দময়।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাপ্রভু অন্ত্যখণ্ডে দিব্যোন্মাদ দশার বর্ণনা করে মহা প্রভুর কৃষ্ণ ভক্তির গভীরতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। গোটা বৃন্দাবন এবং গৌরবঙ্গ জুড়ে ভক্তগণ তথা বাংলা ভাষাভাষী মানুষরা সুগভীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন অজস্র কৌতুহল নিয়ে তা মেটানোর দায় স্বয়ং প্রভু কৃষ্ণদাস কবিরাজ নেন। তাঁর সুগভীর নিষ্ঠা, সূক্ষ্ম মননশীলতা ও সংহত বিচার বোধের সমন্বয়ে যে-ভাবে ইতিহাস, দর্শন, ও রসতত্ত্ব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে তাতে তিনি বাংলা সাহিত্য এক স্বরণীয় পুরুষ হয়ে উঠেছেন। যদিও তাঁর গ্রন্থটি উচ্ছসিত ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন –

> "সম্প্রদায়গত প্রভাব ছাড়িয়া দিলেও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে এ গ্রন্থ অবিস্মরণীয় কীর্তি বলিয়া গণ্য হইবে। বাঙালীর মনন দর্শন তত্ত্বজ্ঞান ও রসবোধের এরূপ বিপুল পরিচয় আধুনিক যুগের গ্রন্থে খুব সুলভ নয়"।

শ্রেয় ও প্রেয় নিয়ে মানুষের জীবন স্বয়ং চৈতন্যদেবের একজন প্রথমে মানুষ, শেষে তিনি মানুষেরই চেতনার রঙের দেবতা, মানুষের আবেগের রঙে মহামানব। তাঁর আকাশছোঁয়া ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিগত আচার-আচরণের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য এনে দিয়েছে। বিশেষভাবে মধ্যযুগের সন্তচরিত বা '*Hagiography*' এর একটি আদর্শ নমুনা এই চৈতন্যচরিতমৃত গ্রন্থটিতে পাওয়া যায়।